সমকাল

তারিখ 14 OCT 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

শিক্ষার্থীর বইয়ের বোঝা কমছে

■ সাব্বির নেওয়াজ

বাদ দেওয়া হবে অপ্রয়োজনীয় পুস্তক

শিক্ষার্থীদের কাঁধ থেকে কমছে বইয়ের বোঝা। অপ্রয়োজনীয় পাঠ্যবই কমাতে এবার উদ্যোগী হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আবার প্রয়োজনীয় পাঠ্যবই থেকে কমানো হবে অপ্রয়োজনীয় অংশও। ফলে কলেবর কমবে বইয়ের। ২০১৮ সালের মধ্যে সব পাঠ্যবই সহজ-সরল ভাষায় নতুন করে লেখা হবে। মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানায়, প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক বই বাদ দেওয়া হবে। মৌলিক বইয়ের বাইরে কয়েকটি বইকে একটি বইয়ের মধ্যে আনা হবে। পাশাপাশি বইয়ের মান বাড়ানো ও ভাষা প্রাঞ্জল করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ জন্য পৃথক চারটি কমিটিও গঠিত হয়েছে। দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দেশবরেণ্য ও প্রবীণ শিক্ষাবিদদের; তাদের মতামতের ভিত্তিতে শিক্ষকদের জন্য তৈরি করা হবে জাতীয় প্রশ্নভাণ্ডার। সরকার ও শিক্ষাবিদ সবাই মনে করছেন, মফস্বল পর্যায়ের শিক্ষকরা এখনও প্রশ্নপত্র প্রণয়নে দক্ষতা অর্জন করতে পারেননি। কেউ নির্দিষ্ট শ্রেণির তুলনায় বেশি কঠিন প্রশ্ন প্রণয়ন করেন। আবার কেউবা অতি সহজ প্রশ্ন করে তাদের দায় সারেন। এ জন্যই প্রশ্নভাণ্ডার।

গত রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিয়ে শিক্ষা উন্নয়নে গঠিত পরামর্শক কমিটির সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ২০১৮ শিক্ষাবর্ষেই নতুন সংস্করণের বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

জানা গেছে, গত ২৬ জুলাই জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৬-এর উদ্বোধনী দিনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে মুক্ত আলোচনায় ডিসিরা সর্বপ্রথম পাঠ্যবইয়ের বোঝার বিষয়টি তুলে ধরেন। তখন প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার বিষয়টি জানিয়ে গত ২৯ আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে চিঠি দেওয়া হয়। এর আলোকে এসব উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়টি স্বীকার করে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনার পাশাপাশি দেশের প্রবীণ শিক্ষাবিদদের সুপারিশ ছিল বইয়ের সংখ্যা কমানোর পাশাপাশি ভাষা সহজ করা। এসব কারণে বইয়ের সংখ্যা ■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৭

শিক্ষার্থীর বইয়ের বোঝা কমছে

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

কমানো ও ভাষা সহজ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, মাধ্যমিক স্তরে শারীরিক শিক্ষা, চারুপাঠসহ অনেক অপ্রাসঙ্গিক বই রয়েছে। এসব বিষয় পাঠ্যবই না করে খেলাধুলা বা শারীরিক শিক্ষাকে সীমিত করা হবে। এ ছাড়া বইয়ে অনেক সহজ বিষয় কঠিন করে তুলে ধরা হয়েছে। এসব বিষয় পূর্ণ মূল্যায়ন করার জন্য রোববারের বৈঠকে চারটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলো হলো- কারিকুলাম পর্যালোচনা সাব-কমিটি, নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তকের মান উন্নয়ন ও ভাষায় প্রাঞ্জলকরণের উদ্দেশ্যে সাব-কমিটি, প্রশ্নব্যাংক সাব-কমিটি ও পরীক্ষা-সংক্রান্ত সাব-কমিটি। এসব কমিটি বৈঠক করে কমিটি চূড়ান্ত করবে। এ ছাড়া মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ্যবইগুলোকে পুনর্মূল্যায়ন করার জন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক) চৌধুরী মুফাদ আহমেদ সমকালকে বলেন, অভিভাবক থেকে শুরু করে শিক্ষাবিদরা বইয়ের ভাষা সহজ করার দাবি জানাচ্ছিলেন। উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, নবম শ্রেণির বিজ্ঞানের পদার্থ, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞান এ চারটি বইয়ের ভাষা অনেক কঠিন। এসব বইয়ের ভাষা প্রাঞ্জল করার জন্য ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের বইগুলোও সংশোধন করে শিক্ষার্থীদের জন্য সহজবোধ্য করে তোলা হবে। ২০১৮ সালের শিক্ষাবর্ষেই নতুন সংস্করণের বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে জানিয়ে তিনি বলেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বইয়ের মধ্যে সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ জন্য উভয় মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় সভা করা হবে। এ ছাড়া শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য একটি প্রশ্নভাণ্ডার তৈরি করা হবে। শিক্ষকদের প্রশ্নব্যাংকটি থাকবে সংরক্ষিত।

দুই মন্ত্রণালয়কে পাঠানোর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চিঠিতে বলা হয়, শ্রেণিভেদে পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়া শিক্ষা-সংক্রান্ত একটি সমস্যা। প্রথম শ্রেণি থেকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর বয়স বাড়ে এক বছর। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা বেড়ে যায় অনেক। যেমন পঞ্চম শ্রেণিতে যেখানে পাঠ্যবইয়ের সংখ্যা ৬টি, সেখানে ষষ্ঠ শ্রেণিতে বইয়ের সংখ্যা বেড়ে যায় ১৪টি। ফলে শিক্ষার্থীদের জন্য এত বড় সিলেবাস আত্মস্থ করা কষ্টকর ও দুরূহ হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীদের বয়স বিবেচনা করে শ্রেণিভেদে পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধির হার একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থায় আনতে বলা হয়েছে চিঠিতে।

জাতীয় কারিকুলাম ও টেক্সট বুক বোর্ডের (এনসিটিবি) একজন সদস্য সমকালকে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে তারা কাজ করছেন। 'বইয়ের সংখ্যা কী পরিমাণ কমতে পারে?' সমকালের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ষষ্ঠ শ্রেণীর ১৪টি বইকে তারা ৭ থেকে ৮টির মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। আস্তে আস্তে নবম-দশম শ্রেণিতে গিয়ে সেটি ১৪-তে দাঁড়াতে পারে। প্রতিটি শ্রেণিতেই শিক্ষার্থীর বয়স ও শ্রেণির ওপর নির্ভর করে তার বইয়ের সংখ্যা নির্ধারিত হবে।

রোববারের বৈঠকে অংশ নিয়ে অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, মাধ্যমিকের পুরো শিক্ষাব্যবস্থায় একটি মৌলিক পরিবর্তন দরকার। একই সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা ও ভাষা সহজ করতে হবে। শিক্ষকদের যারা প্রশ্ন করতে পারেন না তাদের সাহায্য করার জন্যও উদ্যোগ নেওয়া দরকার। সে হিসেবে পরীক্ষায় নম্বর পুনর্বিন্যাস একটি খুব ছোট পরিবর্তন, আরও বড় পরিবর্তন আনতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় ধরনের সংস্কারের জন্য প্রশ্নভাণ্ডার তৈরি করার কথা আমরা সরকারকে বলেছি। শিক্ষকরাই সৃজনশীল প্রশ্ন করতে হিমশিম খান, তারা গাইড বইয়ের আশ্রয় নেন, এটা সহজ করা দরকার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সমকালকে বলেন, সবার আগে পাঠ্যবইকে আকর্ষণীয়, সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও মানসম্মত করার জন্য বৈঠকে তারা সরকারকে তাগিদ দিয়েছেন। বইয়ের বোঝা কমিয়ে শিশুদের বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা অর্জনের সুযোগ দিতে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।